বিশ্বনবী
মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم -এর
১০০ উপদেশ

একটি **'ইসলামের আলো'** পরিবেশনা

বিশ্বনবী
মুহাম্মাদ (সা.) - এর
একশত উপদেশ

- সংকলনে -

শেখ ফরিদ আলম

সম্পাদক - ইসলামের আলো

সেক্রেটারী - ইসলামপুর প্যাসিফিক স্যোসাইটি
কথা - ৯৯৩২৮১২৯০৯

"একটি ইসলামের আলো প্রকাশনা"

প্রকাশক-
কাজী আনুয়ার সাদ্দাত
কথা - ৯৭৩৪৯০৮৩১৬

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৭

কম্পোস :
বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

প্রচ্ছদ :
মাহামুদুর রহমান

ISLAMPUR PACIFIC SOCIETY
(An Organisation for Peace & Understanding between People)
Islampur, Uttar Dinajpur, W.B.
Facebook.com/ipacifics
Mob : 9734908316 / 7583959742

আলহামদুলিল্লাহ; সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ (সা.) - এর প্রতি। আল্লাহর দয়া এবং সাহায্যে আমরা এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে পেরেছি। এতে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) - এর একশটি হাদিসের পাশাপাশি আরো কিছু হাদিস আছে যার দ্বারা পাঠক-পাঠিকারা উপকৃত হতে পারবেন। এই পুস্তিকা প্রকাশ করতে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশিত হল বলে বানান বা অনান্য ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। আল্লাহ আমাদের ভালো কাজগুলো কবুল করুন এবং ভুলগুলোকে ক্ষমা করুন। ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য প্রচার করতে যারা সাহায্য করতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

webxZ BwZ-

‡kLdwi` Ayjg

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা') - এর একশত উপদেশ

মহান আল্লাহ মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকেই নবী বা ঈশ্বরের দূত দুনিয়াতে পাঠাতে থেকেছেন। সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী বা দূত পাঠানো হয়। যার মধ্যে শেষ নবী হলেন মুহাম্মাদ (সা.)। তিনি সারা বিশ্বের সকল মানুষদের জন্য দয়া স্বরূপ। এর আগের নবীগণকে আল্লাহ নির্দিষ্ট জাতি, সম্প্রদায় বা ভূ-খন্ডের জন্য নবী বা ঈশ্বরের দূত করেছিলেন, কিন্তু মুহাম্মাদকে (সা.) সারা বিশ্বের সকল মানুষ এবং জ্বীন সম্প্রদায়ের নবী করা হয়। মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্খী, বিশ্বাসীদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ' (সুরা তাওবা / ১২৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'আমি তোমাকে (নবীজীকে) বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রুপেই প্রেরণ করেছি' (সুরা আম্বিয়া/১০৭)। এছাড়াও তিনি বলেন, 'আমি তো তোমাকে মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরুপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (সূরা সাবা/২৮)। মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী; তিনি মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সবকিছু আমাদের জন্য শিক্ষনীয়, অনুসরণীয়। মহান আল্লাহ তাঁর সর্ম্পকে বলেন, 'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী' (সুরা কালাম /৪)। মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) - এর সুনির্বাচিত একশটি বাণী পাঠকদের কাছে পেশ করার আগে তাঁর আদর্শ জীবন থেকে কিছু আপনাদের কাছে পেশ করা উচিত বলে মনে করি আমরা। তাই তাঁর আদর্শ জীবন সম্পর্কে বিখ্যাত কিছু মনীষীর মন্তব্য দেওয়া হল।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন : - 'মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন একজন মহান পয়গম্বর। তিনি সাহসী ছিলেন এবং আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। তিনি কখনও এক কথা বলে অন্য কাজ করতেন না। এই পয়গম্বর ছিলেন ফকিরের মতো। তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে প্রচুর সম্পদ করতে পারতেন। আমি যখন তাঁর দুঃখের কাহিনী পড়ি তখন আমার চোখ দিয়ে কান্না ঝরে পড়ে। তিনি, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সঙ্গীরা কতই না কষ্ট ভোগ করেছিলেন স্বেচ্ছায় তাই আমার মতো একজন সত্যাগ্রহী তাঁর মতো মানুষকে শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারে না। যিনি তাঁর মনকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন এক আল্লাহর প্রতি এবং তিনি চিরকাল হেঁটেছেন আল্লাহ ভীরুতার পথে। মানব জাতির প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল সীমাহীন।' (Islam and its holy prophet as judged by the Non Muslim world; page - 20)

ঐতিহাসিক ডঃ তারাচাঁদ বলেছেন : - 'অমুসলিমদের উচিত গরিব, পদদলিত এবং অনাথদের বন্ধু চিরসত্যবাদী মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানা। মুহাম্মাদ (সা.) ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আরাম ও সুখের জীবন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। নিজের পোষাক ও জুতো নিজ হাতে সেলাই করতেন। তিনি তার শত্রুদের ক্ষমা করেছিলেন, দয়া দেখিয়েছিলেন ক্রীতদাসদের প্রতি। তিনি যেমন সাহসী ও অকুতোভয় ছিলেন, তেমনি ছিলেন ভদ্র ও অমায়িক, আমরা অবশ্যই স্বীকার করব যে ইসলামের বিস্তার তলোয়ার দিয়ে রাজ্যজয়ের মাধ্যমে হয়নি, ইসলামের বিস্তার হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বের জাদুতে এবং তাঁর আশ্চর্য বাগ্মীতার প্রভাবে। (Islam and its holy prophet as judged by the Non Muslim world; page - 240)

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবন লিখেছেন : - মুহাম্মদের মহত্বের ধারণা আড়ম্বড়পূর্ণ রাজকীতার ধারণাকে অস্বীকার করেছে। স্রষ্টার

বার্তাবাহক পরিবারিক গৃহকর্মে নিবেদিত ছিলেন; তিনি আগুন জ্বালাতেন; ঘড় ঝাড়ু দিতেন; ভেড়ার দুধ দোয়াতেন; এবং নিজ হাতে জুতো ও পোষাক মেরামত করতেন। পাপের প্রায়শ্চিত্তের ধারণা ও বৈরাগ্যবাদকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁকে কখনো অযথা দম্ভ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি, একজন আরবের সাধারণ খাদ্যই ছিলো তাঁর আহার্য। (The Decline and Fall of the Roman Empire' 1823)

Washington Irving লিখেছেন : - মুহাম্মাদের সামরিক জয় তাঁর মাঝে কোন গর্ব ও অযথা দম্ভ জাগায়নি। প্রতিকূল দিনগুলোতে তাঁর আচার-ব্যবহার ও পোষাক- আশাক যেরকম সাধারণ ছিল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পরও তা তিনি বজায় রেখেছিলেন। রাজকীয় জাঁকজমক দূরে থাক, এমনকি কক্ষে ঢোকার পর তাঁর প্রতি কেউ বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করলে তিনি রেগে যেতেন। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের ভালোবাসার পাত্র কারণ সবাইকে তিনি আতিথেয়তার সাথে গ্রহণ করতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাদের অভিযোগ শুনতেন। ব্যক্তিগত লেন-দেনের ক্ষেত্রে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। বন্ধু-আগন্তুক, ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সবার সাথে নম্রতার সাথে ব্যবহার করতেন। ('Life of Muhammad,' New York, 1920)

একশত উপদেশ

॥১॥

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, যে কথা বললে লাভবান হয় অথবা চুপ থেকে নিরাপত্তা পায়।" (সহীহুল জামে ৩৪৯২)

॥২॥

নবীজী বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালোবাসা স্থাপন করবে, তাদের জন্য হবে নূরের মেম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন'। (সহীহ তিরমীযি/১৯৪৮; আহমাদ/২১৫৭৫)

॥৩॥

"প্রতিদিন সকালে দুজন ফিরিস্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন। আর অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ কৃপণকে ধ্বংস দিন।" (বুখারী /১৪৪২; মুসলিম/২৩৮৩)

॥৪॥

'নবী (সা.) কখনও কোন খাবারে দোষ বর্ণনা করেননি। (খাবার সামনে এলে) রুচি (বা ইচ্ছা) হলে তিনি খেতেন, তা না হলে বর্জন করতেন'। (বুখারী /৫৮০৯; মুসলিম/৫৫০৪)

॥৫॥

"তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (অলংকারের) মত অন্য কিছু দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত হতে পারে না"। (সহীহুল জামে, হাসিদ নং - ৪০৪৮)

॥৬॥

"ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হাতে পারবে না, যতক্ষন না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে'। (বুখারী/১৩ মুসলিম/৪৫)

॥৭॥

'মজুরকে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দিয়ে দাও'।
(বাইহাক্বী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে/১০৫৫)

॥৮॥

'তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর'
(বুখারী ৬০২৯/; মুসলিম/২৩২১)

॥৯॥

'জান্নাত অনিবার্যকারী কর্ম হল, উত্তম কথা বলা, সালাম প্রচার করা এবং অন্ন দান করা'। (ত্বাবরানী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সঃ তারগীব। ২৬৯৯)

॥১০॥

'সবার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের নিকট উত্তম।' (আহমাদ; তিরমিযী; ইবনে হিব্বান; সহীহুল জামে / ১২৩২)

॥১১॥

'আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশির সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়'। (আহমাদ, সহীহুল জামে/৩৭৬৭)

॥১২॥

'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না'। (বুখারী ৭৩৭৬/; মুসলিম /৬১৭২)

॥১৩॥
'দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, যিনি আকাশে আছেন'। (তিরমিযী; সহীহ আবু দাউদ/৪১৩২)

॥১৪॥
'তোমরা উপহার বিনিময় কর, পারস্পারিক সম্প্রীতি লাভ করবে' (বাইহাক্বী; সহীহুল জামে/৩০৮)

॥১৫॥
'তোমরা সকল ধর্মের মানুষদেরকে দান করো'। (ইবনে আবী শাইবা; সিঃ সহীহা/২৭৬৬)

॥১৬॥
'যে ব্যক্তি কুয়া খুড়বে, যে কুয়া থেকে কোন পিপাসার্ত জীব, জ্বীন, মানুষ অথবা পাখি পানি পান করলেই কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে সওয়াব দান করবেন' (বুখারী তারীখ, ইবনে খুযাইমা, সঃ তারগীব / ৯৬৩)

॥১৭॥
'সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক তারা, যাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তাদের তোয়ায (সম্মান) করা হয়।' (আবু দাউদ; সহীহুল জামে / ৭৯২৩)

॥১৮॥
'শ্রেষ্ঠ মানুষ হল সেই ব্যক্তি, যে অপরের সাথে মিশতে পারে এবং অপরেও তার সাথে মিশতে পারে'। (সহীহুল জামে / ১২৩১)

॥১৯॥
'সর্বাপেক্ষা উত্তম উপার্জন হল সৎ ব্যবসা এবং নিজের হাতের মেহনত'। (আহমাদ; সহীহুল জামে /১১২৬)

॥২০॥
'প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ এবং নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ বা আবশ্যকীয়'। (ইবনে মাজাহ)

॥২১॥

'হে আদম সন্তানগণ। তোমারা আপোসে উপহার বিনিময় করো, যেহেতু তা তোমাদের জন্য বেশী সম্প্রীতিকর।'
(আল আদাবুল মুফরাদ/৫৯৫)

॥২২॥

'সে প্রকৃত বীর নয়, যে কাউকে কুস্তীতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।"
(সহীহ বুখারী / ৫৬৮৪)

॥২৩॥

"অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলাম"।
(তিরমিযী/২৩১৮; ইবনে মাজাহ/৩৯৭৬)

॥২৪॥

'মানুষের মিথ্যা ও পাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই প্রচার করে'। (সহীহুল জা'মে / ৪৩৫৬; ৪৩৫৮)

॥২৫॥

'আল্লাহর নিকট সবচেয় ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে অত্যাধিক ঝগড়াটে ও অত্যন্ত কলহপ্রিয়।' (বুখারী; মুসলিম)

॥২৬॥

'তোমরা কি জানো! কোন জিনিস মানুষকে সবচাইতে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তা হল আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জানো! মানুষকে কোন জিনিস সবচাইতে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তা হল দুটি ছিদ্রপথ। একটি মুখ এবং অপরটি লজ্জাস্থান'।
(তিরমিযী, ইবনে মাজহ, মিশকাত/৪৬২১)

॥২৭॥

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী (চুগলখোর), ক্বিয়ামাতের দিন তার (মুখে) আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে'। (দারেমী, মিশকাত/৪৬৩৩)

॥২৮॥

"তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানী ব্যক্তি আগমন করলে, তোমরা তাকে সম্মান দাও।" (ইবনে মাজাহ/৩৭১২; সিঃ সহীহাহ/১২০৫)

॥২৯॥

'পুরুষের মাঝে দুটি চরিত্র বড় নিকৃষ্টতম। কাতরতাপূর্ণ কার্পণ্য এবং সীমাহীন ভীরুতা'। (আহমাদ; আবূ দাউদ/২৫১১; সহীহুল জামে / ৩৭০৯)

॥৩০॥

"দুনিয়াতে আল্লাহর নীতি এটাই যে, কাউকে উঁচু করলে তাকে নীচুও করে থাকেন।" (বুখারী হা /৬৫০১)

॥৩১॥

"সে ব্যক্তি আমাদের দলভূক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে না এবং ছোটদের দয়া করে না।" (আহমাদ; তিরমিযী/১৯১৯; সিঃ সহহাহ /২১৯৬)

॥৩২॥

'কিয়ামাত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না দুনিয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হবে অপদার্থ ব্যক্তি।' (আহমাদ; তিরমীযি; সঃ জামে /৭৪৩১)

॥৩৩॥

'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী'। (সহীহু জা'মে / ৩২৮৯; দারাকুত্বনী; সিলসিলাহ সহীহাহ/৪২৬)

॥৩৪॥

'নিশ্চয়ই চাঁদাবাজরা জাহান্নামে যাবে'। (আহমাদ, তাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ / ৩৪০৫)

॥৩৫॥

"যার গৃহে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল, অতঃপর সে তাকে (কন্যাকে) কষ্টও দেয়নি তার উপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে প্রধান্য দেয়নি, তাহলে ঐ কন্যার কারনে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।" (মুসনাদে আহমদ, ১:২২৩)

॥৩৬॥

'কোন বিশ্বাসী পুরুষ যেন কোন বিশ্বাসী নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে'। (মুসলিম/১৪৬৯)

॥৩৭॥

"লজ্জা ও অল্প কথা বলা ঈমানের দুটি শাখা। আর অশ্লীলতা ও বাকপটুতা (বাচালতা) মুনাফিকীর (কপটতার) দুটি শাখা।' (তিরমিযী / ২০২৭; মিশকাত ৪৭৯৬)

॥৩৮॥

'তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো, পাপ করলে সাথে সাথে পূণ্যও করো, যাতে পাপ মোচন হয়ে যায় এবং মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করো।' (আহমাদ, তিরমীযি, হাকেম, সহীহুল জামে / ৯৭)

॥৩৯॥

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে। (বুখারী/৬১৩৮)

॥৪০॥

'তুমি সন্দেহযুক্ত কথা ও আমল ছেড়ে যাতে সন্দেহ নেই সে দিকে ফিরে যাও। নিশ্চয়ই সত্য প্রশান্তির নাম এবং মিথ্যা সন্দেহ ও অশান্তির নাম'। (তিরমিযী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব/৪১৮২)

॥৪১॥

'অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সুন্দর চরিত্রের বলে (নফল) নামাজী ও রোজাদারের মর্যাদায় পৌঁছে থাকে'। (আহমাদ; আবু দাউদ/৪৮০০)

॥৪২॥

'সাদাকাহ (দান) আল্লাহর ক্রোধ কে নির্বাপিত করে এবং অপমৃত্যু থেকে হিফাজত করে'। (তিরমিযী / ৬৬৪)

॥৪৩॥

'অশ্লীল ভাষী ও বদমেজাজী লোক জান্নাতে যাবে না।'
(আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব; হাঃ নং ৪০১৭)

॥৪৪॥

তোমাদের কেউ তার ভায়ের চোখে কুটা দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে গাছের গুঁড়ি দেখতে ভুলে যায়।' (ইবনে হিব্বান / ৫৭৬১; সহীহুল জামে /১৮৭১)

॥৪৫॥

'আমি তোমাদের জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রুঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি' (বুখারী/৪৯১৮; মুসলিম/৭৩৬৬)

॥৪৬॥

'আল্লাহর অভিশাপ সেই ব্যক্তির উপর, যে পশুর অঙ্গহানী ঘটায়"। (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী/১৮৬০০)

॥৪৭॥

'তোমরা ধারণা করা থেকে দূরে থাকো। কারণ, ধারণা সবথেকে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা জাসুসি করো না, গুপ্ত খবর জানার চেষ্টা করো না, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ রেখো না, একে অন্যের পিছনে পরোনা, তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই-ভাই হয়ে যাও। (বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জা'মে / ২৬৭৯)

॥৪৮॥

'কোনো ব্যক্তি যদি কন্যার দাযিত্বশীল হয় এরপর তার প্রতি সুন্দর আচরণ করে তাহলে এই কন্যারা তাকে জাহান্নাম থেকে আড়াল করে রাখবে।' (বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ২৬২৯, তিরমীযি ১৯১৫, আহমাদ ২৩৫৩৬)

॥৪৯॥

'কিয়ামাত কায়েম হয়ে গেলেও তোমাদের কারো হাতে যদি কোন গাছের চারা থাকে এবং সে এর আগে রোপন করতে সক্ষম হয়, তবে যেন তা রোপন করে ফেলে'। (আহমাদ/১২৯৮১, বুখারীর আদাব / ৪৭৯, সহীহুল জামে / ১৪২৪)

॥৫০॥

'মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকন্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ্ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সহি বুখারী / হাদিস ৫৪৬)

॥৫১॥

'আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয়কালে উদার, ক্রয়কালে উদার, ঋণ পরিশোধ কালে উদার এবং ঋণ আদায়কালেও উদার'। (বুখারী / ২০৭৬; ইবনে মাজাহ / ২২০৩; সহীহুল জামে/৩৪৯৫)

॥৫২॥

'তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যার কাছে মঙ্গল আশা করা এবং অমঙ্গলের ব্যাপারে নিরাপদ থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যার কাছে মঙ্গল আশা করা যায় না এবং অমঙ্গলের ব্যাপারে নিরাপদ থাকা যায় না। (আহমাদ/৮৮১২, তিরমীযি/২২৬৩, ইবনে হিব্বান/৫২৭)

॥৫৩॥

"চুগলখোর বা পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না" (সহীহ মুসলিম হা /১০৫)

॥৫৪॥

'যে ব্যক্তি সরল, সিধা ও বিনম্র হবে, আল্লাহ তার জন্য দোযখ হারাম করে দেবেন'। (হাকেম, বাইহাকী, সহিহুল জামে / ৬৪৮৪)

॥৫৫॥

"নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ট সাদকা (দান) সেই সদকা, যা শত্রুতাপোষণকারী নিকটাত্মীয়কে করা হয়'। (আহমাদ; হাকেম; বাইহাকী; দারেমী / ১৬৭৯)

॥৫৬॥

'নম্রতা যে বিষয়ে থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমন্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন করে ফেলে।' (মুসলিম/২৫৯৪; আবু দাউদ/৪৮০৮)

॥৫৭॥

'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যদিও এক টুকরা খেজুর দান করে হয়'। (বুখারী/১৪১৭; মুসলিম /১০১৬)

॥৫৮॥

'(সেই) অলীমার (বিয়ের ভোজের) খাবার নিকৃষ্ট খাবার, যাতে বিত্তশীলদেরকে ডাকা হয় এবং দরিদ্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়'। (মুসলিম/৫১৭৭; মুসলিম/৩৫৯৪)

॥৫৯॥

'আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।' (সহীহুল জামি ১৭৬)

॥৬০॥

'কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাও হয়।' (মুসলিম/৬৮৫৭)

॥৬১॥

'যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে তার সহিত (তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর (দ্বীন ও চরিত্র না দেখে বংশ, রুপ বা ধনসম্পত্তির লোভে বিবাহ দাও) তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও মস্ত ফ্যাসাদ, বিঘ্ন ও আশান্তি সৃষ্টি হবে'। (ইবনে মাজাহ/১৯৬৭)

॥৬২॥

'কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ,
যাকে মানুষ তার অশালীন কথার ভয়ে ত্যাগ করেছে'।
(আবু দাউদ; হাদীস নং ৪৭৯১)

॥৬৩॥

'যে মুসলিম অপর মুসলিমকে কোন কাপড় পড়াবে, যতক্ষণ
ঐ কাপড়ের একটা টুকরাও তার গায়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দানকারী
আল্লাহর হেফাযতে থাকবে' (মিশকাত/১৮২০)

॥৬৪॥

'তোমরা তিনটি অভিশাপ আনয়নকারী কর্ম থেকে বাচো।
আর তা হল, ঘাটে, মাঝ রাস্তায় এবং ছায়ায় পায়খানা করা'।
(আবু দাউদ/২৬; ইবনে মাজাহ/৩২৮; সহীহ তারগীব/১৪১)

॥৬৫॥

'ঈমান ষাঠাধিক অথবা সত্তরাধিক শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা
(কান্ড) হল 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ' বলা। আর সর্বনিম্ন শাখা হল
পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া....'।
(বুখারীর ৯নং সংক্ষিপ্ত, মুসলিম ১৬২)

॥৬৬॥

'আদম-সন্তান এমন কোন কাজ করেনি, যা নামায, সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রার
থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে'। (বুখারী তারিখ; সিঃ সহীহাহ ১৪৪৮)

॥৬৭॥

'অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে,
'তোমরা বিনয়ী হও; যাতে কেউ কারো প্রতি অত্যাচার না করে এবং
একে অন্যের উপর গর্ব না করে'। (মুসলিম)

॥৬৮॥

'তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। পরস্পর মেনে মানিয়ে চলো, মতবিরোধ করো না'। (বুখারী / ৩০৩৮; মুসলিম / ৪২২৬)

॥৬৯॥

'যে ব্যক্তি ঋণ করার পর তার মনে পাকা এই সংকল্প রাখে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 'চোর' হয়ে সাক্ষাৎ করবে'। (ইবনে মাজাহ/২৪১০)

॥৭০॥

'লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত এবং ঈমান হবে জান্নাতে। আর অশ্লীলতা রুঢ়তার অন্তর্ভূক্ত এবং রুঢ়তা হবে জাহান্নামে'। (আহমাদ; তিরমীযি; হাকেম; সঃ জামে /৩১৯৯)

॥৭১॥

হে আদম সন্তান! তুমি আভাবীকে দান করো, মহান আল্লাহ তোমাকে দান করবেন'। (বুখারী/৪৬৮৪; তিরমীযি/৩০৪৫)

॥৭২॥

'মানুষের মন ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ'। (সঃ জামে / ১০৯৯)

॥৭৩॥

'অত্যাচারী শাসকের কাছে হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ'। (আবু দাউদ/৪৩৪৪; ইবনে মাজাহ/৪০১১)

॥৭৪॥

'অবশ্যই আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তোমাদের কেউ কোন কাজ করলে সে যেন তা নৈপুণ্যের সাথে করে'। (সিঃ সহীহাহ / ১১১৩)

॥৭৫॥

'কোনো মুসলিম যদি গাছ লাগায়, আর তা থেকে কোন মানুষ বা জীব-জন্তু কিছু খায়, তবে তার জন্য তা সদাকায় (দানে) পরিগণিত হবে'। (সহীহ বুখারী/৫৪৭৭)

॥৭৬॥

জিজ্ঞেস করা হল, ইসলামের কোন কাজটি সর্বোত্তম? মুহাম্মাদ (সা) বলেন, 'তুমি অন্ন দান করবে এবং পরিচিত অপিরিচিত সবাইকে সালাম দেবে'। (বুখারী / মুসলিম)

॥৭৭॥

'বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা'। (বুখারী/মুসলিম)

॥৭৮॥

'আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় পাপিষ্ট ব্যক্তির একজন হল সেই ব্যক্তি, যে খামোখা পশু হত্যা করে'
(হাকেম, বাইহ্বাকী, সহীহুল জামে'/১৫৬৭)

॥৭৯॥

একদা লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! জীব জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।'
(বুখারী/২৪৬৬: মুসলিম/২২৪৪)

॥৮০॥
'যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করছে, তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে ন।' (মুসলিম/২৬৯৯, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)

॥৮১॥
'যদি তোমরা চাও যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমাদেরকে ভালোবাসেন, তাহলে তোমরা আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করো, সত্য কথা বলা এবং তোমাদের প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করো'। (ত্বাবারানী; সহীহুল জা'মে/১৪০৯)

॥৮২॥
'সে মুমিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে প্রতিবেশী উপোস থাকে'। (ত্বারাবানী; হাকেম; সহীহুল জা'মে/৫৩৮২)

॥৮৩॥
'যখন তুমি (গোস্ত বা অন্য কিছুর) ঝোল বানাবে, তখন তাতে পানি বেশী করে দিও। অতঃপর তুমি তোমার প্রতিবেশীদেরকে উপঢৌকন (উপহার) দিও'। (মুসলিম/২৬২৫)

॥৮৪॥
'ইমান হল সহিষ্ণুতা ও উদারতার নামান্তর'
(ত্বাবারানী, সহীহুল জা'মে / ২৭৯৫)

॥৮৫॥
'অবশ্যই আল্লাহ কৃপাময়। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। আর কোমলতার উপর যা প্রদান করেন, তা কঠোরতার উপর বরং এ ব্যতীত অন্য কিছুর উপর প্রদান করেন না।' (মুসলিম/২৫৯৩)

॥৮৬॥

'যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে, সে ব্যক্তি বেহেস্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস চল্লিশ বছরে অতিক্রম্য দুরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে'। (আহমাদ; ইবনে মাজা; বুখারী/৩১৬৬)

॥৮৭॥

'ঘুষখোর ও ঘুষদাতা (উভয়ের প্রতি) অভিশাপ'।
(আবু দাউদ; ইবনে মাজাহ/২৩১৩; ইবনে হিব্বান)

॥৮৮॥

'যে ব্যক্তি কারও জমি অন্যায়ভাবে দখল করে নেবে, (কিয়ামাতের দিন) তাকে সেই জমির মাটি কিয়ামাতের মাঠে বহন করে আনতে বাধ্য করা হবে'। (আহমাদ; সিঃ সহীহাহ/২৪২)

॥৮৯॥

'একটি মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) নষ্ট করবে (অর্থাৎ, তাদের ভরণ পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল'। (আবু দাউদ)

॥৯০॥

'মায়ের পায়ের নীচে রয়েছে সন্তানের জান্নাত!' (নাসাঈ/৩১০৪)

॥৯১॥

'মানুষ তার বন্ধুর স্বভাবী হয়, তাই তাকে লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে'। (তিরমীযি/২৮৪৮)

॥৯২॥
'মুমিনের হৃদয়ে ঈমান ও হিংসা একত্রে জমা হতে পারে না'।
(সঃ জামে/৭৪৯৬)

॥৯৩॥
জান্নাত দুঃখ কষ্ট ও শ্রমসাধ্য বিষয় দ্বারা ঘেরা এবং জাহান্নাম
কু-প্রবৃত্তি ও লোভ লালসা দ্বারা ঘেরা'। (মুসলিম)

॥৯৪॥
'মানুষ ততক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষন তারা পরস্পরে
হিংসা না করে'। (তাবারানী; সহীহাহ/৩৩৮৬)

॥৯৫॥
'আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (মুসলিম/৬৬৮৫)

॥৯৬॥
'জলের অপচয় করবে না, যদিও তুমি জলধারার পাশে থাকো'।
(আল হাদীস)

॥৯৭॥
'(কারো প্রতি তার) পিতা সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট
থাকেন এবং তার পিতা অসন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট থাকেন।'
(তিরমিযী, হাকেম, বাযযার, আদাবুল মুফরাদ)

॥৯৮॥
'তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও, শান্তিতে থাকবে। আসার
কর্থাবর্তায় লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর'। (মুসনাদ আবু ইয়ালা;
আদাবুল মুফরাদ)

॥৯৯॥

'যার জিনিস চুরি হয়ে যায় সে ধারণা-অনুমান করতে করতে চোরের চেয়েও অগ্রসর (গোনাহগার) হয়ে যায়'। (আদাবুল মুফরাদ)

॥১০০॥

'দ্বিমুখী চরিত্রের লোক মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট। সে এদের নিকট এক রূপ নিয়ে এবং অনের নিকট ভিন্নরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়' (বুখারী, মুসলিম, ইবনে হিব্বান)

: পরিশিষ্ট :
মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য -

★ এক মরুবাসী সাহাবী ছিলেন যাহের (রা.)। তাঁকে নবীজী ভালোবাসতেন। যাহের দেখতে ছিলেন কুশ্রী। একদা তিনি বাজারে নিজের পণ্য বিক্রি করছিলেন। এমতাবস্থায় নবী (সা.) তাঁর কাছে এসে তাঁর পিছন থেকে বগলের নিচে হাত পার ক'রে জরিয়ে ধরলেন। (অথবা তাঁর পিছন থেকে জরিয়ে ধরে তাঁর চোখ দুটিতে হাত রাখলেন)। যাতে তিনি দেখতে না পান। যাহের বললেন, 'কে? আমাকে ছেড়ে দিন'। অতঃপর তিনি লক্ষ্য করলেন বা বুঝতে পারলেন, তিনি নবী (সা.)। সুতরাং নিজের পিঠকে ভালোভাবে তাঁর (অপার স্নেহময়) বুকে লাগিয়ে দিলেন। নবী (সা.) মজাক করে বললেন, 'কে গোলাম কিনবে?' যাহের বললেন, আল্লাহ কসম! আমাকে সস্তা পাবেন!' (একথা শুনে) নবীজী বললেন, 'কিন্তু তুমি আল্লাহর কাছে মূল্যবান'। (আহমাদ; আবু ইয়্যালা; মিশকাত/৪৮৮৯)

★ মুহাম্মাদ (সা.) - এর খাদেম বা চাকর আনাস (রা.) বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসুল্লুলাহ (সা.) - এর খিদমত করেছি। তিনি কখনও আমার জন্য 'উহঃ' শব্দ বলেননি। কোন কাজ করে বসলে তিনি একথা জিজ্ঞেস করেননি যে, 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, 'এ কাজ কেন করলে না?' (বুখারী /৬০৩৮; মুসলিম/৬১৫১)।

- একদা এক ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে কথা বলতে গিয়ে কাঁপতে শুরু করল। তিনি তাকে সাহস দিয়ে বললেন - 'প্রকৃতিস্থ হও। আমি তো কোন বাদশা নই, আমি এমন মায়ের পুত্র, যে (মক্কার বাজারে) রোদে শুকানো গোশত খেতো।' (অর্থাৎ রান্না করার মতো সাধ্য ছিল না)। (সিঃ সহীহাহ/১৮৭৬)। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।'(তিরমিযী, আবু দাউদ,সিঃ সহীহাহ/৩৫৭)

- একদা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) - এর এক সফরে একটি ছাগল রান্না করার কথা হল। এক সহাবী বললেন, 'ওটা যবেহ করার দায়িত্ব আমার'। অন্য আরেকজন বললেন, 'ওটা রান্না করার দায়িত্ব আমার'। তাদের আমীর মুহাম্মাদ (সা.) বললেন, 'জ্বালানী সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার'। তারা বললেন, 'আমরাই যথেষ্ট। (আপনাকে কষ্ট করার প্রয়োজন নেই)'। তিনি বললেন, 'আমি জানি, তোমরাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি অপছন্দ করি যে, তোমাদের মাঝে পৃথক বৈশিষ্ট্য রাখি। যেহেতু আল্লাহ তার বান্দার জন্য এটা অপছন্দ করে যে, তিনি তাকে তার সঙ্গীদের মাঝে পৃথক বৈশিষ্ট্যবান দেখেন'। সুতরাং তিনি উঠে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে লাগলেন। (আর রাহিকুল মাখতুম/৪৭৮ পৃষ্ঠা)

- ইবুন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব পায়খানা করতে চলে গেলেন। তারপর আমরা একটা লাল রঙের অর্থাৎ হুম্মারাহ পাখি দেখলাম। পাখিটির সাথে তার দুটো বাচ্চা আছে। আমরা তার বাচ্চাগুলোকে ধরে নিলাম। পাখিটি এসে আমাদের পাশে ঘুরতে লাগলো এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) ফিরে এলেন এবং বললেন, 'এই পাখিটিকে ওর বাচ্চাদের জন্য কে কষ্টে ফেলেছে? ওকে ওর বাচ্চা ফিরিয়ে দাও'.....। (সুনান আবু দাউদ, হ/২৬৭৫; মুসনাদ আহমান, হা /৩৮২৫)

★ আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর একটি উষ্ট্রী (মেয়ে উঠ) ছিল। তার নাম ছিল আযবা। সেই উষ্ট্রী ছিল খুবই দ্রুতগামী। এত দ্রুতগামী যে কেউ তাকে হারাতে পারত না। কোন বাহনই তার আগে যেতে পারত না। কিন্তু একদিন এক বেদুইন একটি জওয়ান উটে চরে আসল এবং আযবাকে অতিক্রম করে চলে গেল। বিষয়টা সাহবাদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হল। এতটাই কষ্টদায়ক যে, নবী মুহাম্মাদ (সা.) মুসলিমদের মন খারাপ বুঝতে পারলেন। তখন তিনি তাদের বললেন, 'দুনিয়াতে আল্লাহর নীতি হল, কাউকে উঁচু করলে তাকে নীচুও করে থাকেন।' (দ্র ঃ বুখারী, নম্রতা অনুচ্ছেদ)

★ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, 'পিতা মাতাকে গালি দেওয়া অন্যতম মহাপাপ'। লোকেরা (অবাক হয়ে) বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! নিজ পিতা মাতাকে কেউ গালি দেয়?!' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যখন অপরের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার (নিজ) পিতাকেই গালি দেয়; যখন অপরের মাতাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাতাকে গালি দেয়!' (বুখারী/৫৯৭৩; মুসলিম /২৭৩)

★ একদা, জনৈক সাহাবীকে মুহাম্মাদ (সা.) ডাকলেন। ইতিমধ্যে ঐ সাহাবীর এক পুত্র তার (সাহাবীর) কাছে এল। তিনি তাকে চুমু খেয়ে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পর তার এক কন্যাও সেখানে উপস্থিত হল। তিনি তার হাত ধরে নিজের কাছে বসালেন। এটি লক্ষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন, 'উভয় সন্তানের প্রতি তোমার আচরণ অভিন্ন হওয়া উচিত ছিল। তোমরা নিজেদের সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো। এমনকি চুমু খাওয়ার ক্ষেত্রেও'। (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক ৯/১০০)

★ আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভেতরে প্রসাব করে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বকাবকি করতে লাগল। অনেকে তাকে মারতে উদ্যত হল। (কিন্তু) নবী (সা.) বললেন, 'ওর প্রসাব আটকে দিয়ো না, ওকে ছেড়ে দাও'। সুতরাং তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। সে প্রসাব শেষ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ডেকে (নম্রতার সাথে, শান্তভাবে) বললেন, 'এই মসজিদগুলো কোন প্রকার প্রস্রাব বা নোংরা জিনিসের জন্য নয়। এ হল কেবল আল্লাহ তা'আলার যিকির, নামাজ ও কুর'আন পড়ার জন্য। (মুসলিম/৬৮৭)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী (সা.) তাকে বলেন, 'ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোরনীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি'। (বুখারী / ২২০; ৬১২৮)

★ একদা বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সা.) - কে জিজ্ঞেস করা হল, 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক কে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হল সেই, যার হৃদয় হল পরিস্কার এবং জিভ হল সত্যবাদী'। জিজ্ঞেস করা হল, 'পরিস্কার হৃদয়ের অর্থ কী?' তিনি বললেন, 'যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, ঈর্ষা ও হিংসা নেই'। জিজ্ঞেস করা হল, 'তারপর কে? 'যে দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে'। জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, 'সুন্দর চরিত্রের বিশ্বাসী। (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জা'মে / ৩২৯১)

প্রাপ্তিস্থান :

: রঘুনাথগঞ্জ :
আঃ মান্নান (9732421525)

: পাঞ্জিপাড়া :
রিজুয়ান (8016928121)

: রামগঞ্জ :
মুজাহিদ (9002892564)

: কিষাণগঞ্জ :
তফজ্জুল (9733149595)

: চোপরা :
মেহফুজ (9932267718)

: ডালখোলা :
মহিবুল্লাহ (7872822392)

: কালিগঞ্জ :
সাজ্জাদ (8972304806)

: শিলিগুড়ি :
সফিক (9749408177)

: দাসপাড়া :
রুস্তম (8906665282)

: মালদা :
রেজাউল (9832038034)

: লালবাজার :
গোলাপ (9002587210)

: কালিয়াগঞ্জ :
মমিনুল (9851326512)

: চটহাট :
তারিখ (7001250516)

: ধুলিয়ান :
গুলফম (9614223994)

: কাঁচাকালি :
ফারাজ (8016960196)

: কোলকাতা :
সেলিম (8016628066)

: ইসলামপুর :
এ.আর.মৌলানা বুক ডিপো

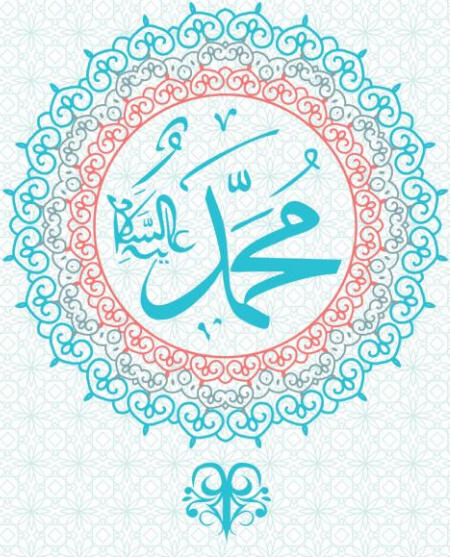

www.islameraalo.wordpress.com